# জিহাদের পথের

## নারীদের প্রতি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

2

# জিহাদের পথের নারীদের প্রতি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা

## মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

AN-NASR

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده- اما بعد:

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿11﴾

قال رسول الله صل الله عليه و سلم : ان الله يحب كل قلب حزين

3

و قال رسول الله صل الله عليه و سلم : لن يبرح هذا الدين قائمًا حتى تقوم الساعة يقاتل عليه عصابة من المسلمين --ــ

او كما قال عليه الصلوة و السلام-ــ

## অবতারণাঃ

আল্লাহ্ তা’য়ালার লক্ষ কোটি অনুগ্রহ এবং একমাত্র তারই অনুকম্পা যে, এ ফেতনার যুগে আমাদেরকে দুনিয়াবী সকল প্রকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ রেখে আখেরাতের দিকে ধাবিত করেছেন। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখেরাতের প্রশস্থতার দিকে অগ্রসর হবার আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছেন। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে আখেরাত অর্জনের দিকে উৎসাহী বানিয়েছেন। এসবই আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিৎ হলো আল্লাহ্ তা’য়ালার কৃতজ্ঞতা আদায়ে সচেষ্ট থাকা। কেননা, আমরা এসকল অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ছিলাম না।

আমরা আল্লাহ্ তা’য়ালার জন্য, আল্লাহ্ তা’য়ালার ভালোবাসার জন্য, আল্লাহ্ তা’য়ালার দ্বীনের জন্য - আমাদের ভালোবাসাকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে, প্রিয় ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা’য়ালার দ্বীনের দিকে এসেছি। বাস্তবে এটা অনেক বড় ও কঠিন একটা পদক্ষেপ। এর জন্য না আমাদের কোন যোগ্যতা ছিলো, আর না আমাদের কোন হিম্মত বা সাহস ছিলো - যার দ্বারা এ কঠিন বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম! বরং আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদের জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা’য়ালাই দুনিয়ার এ ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আখেরাতের দিকে দৌড়ানোর তাওফিক দিয়েছেন।

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে দুনিয়া তার সকল প্রকারের সৌন্দর্য প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছে। মানুষদেরকে তার ফাঁদে ফেলতে সব কৌশল অবলম্বন করছে। কিন্তু মোবারকবাদ তাদের জন্য যারা দুনিয়ার সকল জিনিসের ধোঁকা থেকে নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা’য়ালার আখেরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে আখেরাতের মোকাবেলায় কুরবানী করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার স্বাদকে বিসর্জন দিয়ে আখেরাতের স্বাদ গ্রহণ করার মানসে এই বিসর্জন দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ ধরনের পবিত্র আত্মার (জীবনের) মাধ্যমেই এ দ্বীনকে হেফাজতের ব্যবস্থা করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ দাওয়াত নিয়ে আসেন এবং লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন সে দাওয়াতকে গ্রহণ করতে যেভাবে সম্মানিত পুরুষেরা লাব্বাইক বলে ছুটে এসেছিল। সেসময় সম্মানিতা মহিলাগণ একটুও পিছনে ছিলেন না। আল্লাহ্ তা’য়ালা এ দ্বীনের ঝান্ডাকে উচুঁ করার জন্য যেখানেই পুরুষের খুনকে গ্রহণ করেছেন, কুরবানীকে কবুল করেছেন বা হিজরতের তাওফীক দান করেছেন, সেখানে মহিলাদেরকেও হিজরত থেকে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর সুযোগ দান করেছেন।

## মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে এভাবে এসেছে -

**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ**

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [ সুরা তাওবা ৯:৩৩ ]

এবং অন্যত্র ব্যাপকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে -

**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [ সুরা যারিয়া’ত ৫১:৫৬ ]

[illegible] [illegible] [illegible] [

## [illegible]:

[illegible] (...) [illegible] [illegible] [illegible]

6

## সাহাবী ও সাহাবিয়্যাদের দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবিয়াদের আমল , যদিও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে বলেছেন

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। [ সুরা বাইয়্যেনাহ ৯৮ :৮ ]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) দুনিয়া থেকে চলে গেলে ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

উক্ত আয়াতে কারিমা শুনে তারা কখনো নফস থেকে বেখবর বা গাফেল হননি। কখনো এ ধারণা করেননি যে , আমরাতো দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেছি , এখন দুনিয়া আমাদের উপর কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা , আমাদের নফস এখন বাঁকা পথে চলতে পারবেনা ! তারা জানতেন যে , নফস এমন এক বস্তু - যে ব্যক্তি এর থেকে ক্ষণিকের জন্যও বেখবর বা গাফেল হয়ে যায় সে তাকে ধোঁকা দিয়ে ছাড়ে এবং তার উপর বিজয়ী হয়ে ওঠে।

এ জন্য আমার মা ও বোনেরা !

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে , আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় অনুগ্রহ ও অশেষ দয়া হলো - বর্তমানের ফেতনার যুগে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার তাওফিক দান করেন। যারফলে নিজের ঘর -বাড়ি ছেড়ে দেয় , নিজের অবস্থানকে ছেড়ে দেয়। আপন পিতা -মাতা ও ভাই -বোনকে ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের উপর পাহাড়ের মতো অবস্থান করাটা অনেক বড় কুরবানী , অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন তার জন্য অগনিত নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আর যদি ঐ সকল নিয়ামতের জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়ে যায় এবং সেগুলো দেখে নেই , তাহলে আমরা সেগুলো হাসিল করার জন্য পাগল হয়ে যাবো। এবং আকাংখা করতে থাকবো যে , হায় ! যদি পুরা দুনিয়া শতবার আমার হতো আর প্রত্যেকবারই সবকিছু কুরবানী করে দিয়ে এ সকল নিয়ামত পেয়ে যেতাম ! এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে , আল্লাহ্‌ তা ’য়ালা এই পথে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে , এক একটা কষ্টের বদলায় , প্রতিটি চিন্তা -ফিকিরের বিনিময়ে , এমনকি ঐ দুঃখ ও পেরেশানী যা দ্বীনের জন্য আমাদের চেহারায় ফুটে ওঠে , আপনার কপালে চিন্তার রেখা ভেসে ওঠে - এ সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন এমন এমন নিয়ামত দান করবেন যা দেখে অন্তর খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে।

## নফস ও শয়তানঃ আমাদের দুই শত্রুঃ

কিন্তু এতকিছুর পরেও আমাদের নফস ও শয়তান আমাদের জান্নাতের পথে বাকা হয়ে বসে পথ আটকে আছে। এ দুনিয়া তাদের থেকে পালাতে থাকে - যে তাকে পেতে চায়। আর দুনিয়া নিজের দিকে তাকেই টেনে নেয় , যারা দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায় বা দুনিয়াকে লাথি মারে। তাইতো সম্ভাবনা আছে যে , যদি একটা মূহুর্তের জন্য আমরা অসর্তক থাকি তাহলে দুনিয়া আমাদের কাছে চলে আসবে এবং এ দুনিয়া তার চক্রাতের ফাঁদে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিবে। এ জন্য সর্বদা আমাদেরকে নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকা , সদা জাগ্রত থাকা , দুনিয়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

## নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর দুনিয়া ত্যাগঃ

সাহাবী ও সাহাবীয়া (রা .) এর জিন্দেগী আমাদের সামনে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) - যার ব্যাপারে কুরআন কারীম ঘোষণা করেছে যে, ‘আপনার অগ্র ও পশ্চাতের গোনাহ্‌ মাফ করে দেওয়া হয়েছে ’, তারপরেও তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেছেন ? এ দুনিয়ার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর চিন্তা -ভাবনা কেমন ছিল ?

সাহাবী ও সাহাবীয়াগণ (রা .) একথা মনে করেননি যে , এ দুনিয়া আমাদের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করবেনা ! আমরা হিজরত করেছি, আমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছি , ভালো ভালো

[illegible]

[illegible] (...) [illegible]

**كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة**

**(ج:1 ص:282 خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم)**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (...) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

8

বললেন যে, “আমার নিকট দুনিয়া এসেছিল আর আমি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। তারপরে দুনিয়া বলতে লাগলো যে, আপনি তো বেঁচে গেলেন, কিন্তু আপনার পরের লোকেরা কিভাবে বাঁচবে? তাই আমি আবু বকর ভয় পাচ্ছি যে, না-জানি আমি সেই দুনিয়ার ফাঁদে আটকে যাচ্ছি!

## সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে আমির (রা.) এর দুনিয়ার বিমুখতাঃ

সায়্যিদুনা উমার (রা.) এর হাতে একবার এক ব্যক্তি মধুর শরবত দিলে তিনি তা ঘুরাতে ফিরাতে থাকেন। এরপর সেই শরবত পান না করেই ফেরত দিয়ে দেন। এরা তো ঐ সকল মহাপুরুষ যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের খোশ-খবর দিয়েছেন!

একবার উমার রা. এর খিলাফতের সময় তার কাছে হিমস্ (সিরিয়ার একটি শহর) থেকে একটা দল গরিবদের তালিকাসহ আসলো। উমার (রা.) দেখলেন সেই তালিকায় তাদের গভর্নর সাঈদ বিন আমিরের নামও রয়েছে। তাই উমার (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, গরিবদের এই তালিকায় তোমাদের গভর্নরের নাম কেন? তিনি তোমাদের আমির! তারা বললেন যে, “আমাদের আমির আমাদের গরিবদের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তিনিও গরীব”। হযরত উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, “তাকে বাইতুল মাল থেকে যে, ওযিফা বা সম্মানী ভাতা দেওয়া হয় তা দিয়ে তিনি কি করেন”? তারা বললেন, “তার কাছেই কিছুই রাখেন না বরং অন্যদেরকে দিয়ে দেন”।

ঐ দলটি যখন ফিরে যায়, তাদের কাছে উমার (রা.) সাঈদ বিন আমিরের জন্য কিছু দিরহাম দিয়ে দেন। তার স্ত্রীর ভাষ্যমতে ঐ দিরহাম সাঈদ বিন আমিরের হাতে গেলে তিনি এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, আমি (স্ত্রী) তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “হে আমীরুল মু’মিনীন কিছু হয়েছে না-কি?” তিনি উত্তর দিলেন, “অনেক বড় এক মুসিবত এসেছে”।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, “কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে কি? তিনি বলনেন, “না, এর থেকেও বড় বিপদ এসেছে”। আমি বললাম, “তাহলে কি হয়েছে”? তিনি বললেন, “ الدنيا اتتنى الفتنة اتتنى দুনিয়া এসেছে, আরে ফিতনা এসেছে। তোমার কাছে যদি কিছু থাকে নিয়ে আস! আমি এ ফিতনাকে দ্রুত দূর করতে চাই”। এ কথা শুনে স্ত্রী একটি থলে নিয়ে আসলে সেই দিরহামকে থলেতে করে মানুষদের মাঝে বন্টন করতে লাগলেন।

## দুনিয়ার হাক্বিকতঃ

আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত যাকে এ দুনিয়ার হাক্বিকত সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং সাথে সাথে অন্তরের মধ্যে আখেরাতের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করার তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা যেই অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, আল্লাহর সাক্ষাতের তামান্না যেই অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে কোন অবস্থাতেই এ দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে কখনো স্বীয় নফস থেকে গাফেল হতে পারে না। কখনো সে শয়তানের চক্রান্ত থেকে অসতর্ক থাকতে পারে না। সর্বদাই সে পেরেশান এবং চিন্তায় মগ্ন থাকে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে থাকতেন। এ চিন্তা ও পেরেশানীতে থাকাটা দুনিয়া অর্জনের জন্য নয় বরং দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

## মুজাহিদের অর্ধেক নেকিঃ আখেরাতের ফিকির -

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবীয়া ছিল, যখনই তার স্বামী ঘরে আসতেন তখন বলে দিতেন যে, স্বাগতম আমার সর্দারকে, স্বাগতম ঘরের লোকদের নেতাকে। তারপর তিনি এই কথাটি বলতেন –

أن كان همك لاخرتك فزادك الله هما وإن كان همك لاخرتك فإن الله سيرزقك ويحسن إليك

অর্থাৎ যদি তোমাদের চিন্তা-পেরেশানী আখেরাতের জন্য হয়ে থাকে, তো আল্লাহ্‌ যেন তোমাদের চিন্তা ফিকির ও তার সন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে দেন, আর যদি দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা’য়ালা যেন সে পেরেশানীকে সহজ/কমিয়ে করে দেন এবং উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন।

ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে উক্ত ঘটনার বর্ণনা করেন যে, যখনই আমি ঘরে আসি তখনই আমার স্ত্রী এ কথা বলতে থাকে। এ ঘটনা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমার স্ত্রীর জন্য

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

## [illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible].

[illegible]

12

ছিলেন। তিনিও এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যে , তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ্‌ আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন ইনশা আল্লাহ ”।

হযরতে উমার রা . জিজ্ঞেস করলেন যে , “হে ইবনে আব্বাস ! তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এ কথার স্বাক্ষ্য দিতে পারবে ”? তখন ইবনে আব্বাস রা . বলেন যে , “হে আমিরুল মু ’মিনীন ! হ্যা ! আমি কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষ্য দিবো ইনশা আল্লাহ ”। এই সেই উমার যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) নাম ধরে জান্নাতের খোশখবরী দিয়েছেন।

## কিয়ামতের দিনঃ প্রথমেই যাদের বিচার হবে !

একবার সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ রা . এক মসজিদে নামায আদায় করেন। সেখানে একজন তাবেয়ী বসে ছিলেন। তিনি বললেন , “আপনার পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করুন যে , কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার হিসাব গ্রহণ করা হবে ”? হযরত আবু হুরাইরাহ রা . উত্তর দিলেন , “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন আলিমকে হিসাবের জন্য আনা হবে। তাকে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত জিজ্ঞাসা করবেন , “আমি তোমাকে ইলম্‌ দিয়েছিলাম , সে ইলমের কি হক্ব আদায় করেছিলে ”? সে বলবে , “আয় আল্লাহ্‌ ! আমি এত পরিমাণ দরস্‌ ও তাদরীসের কাজ করেছি। আপনার বান্দাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলাম। তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে এসেছি। আমার সারা জীবন শিক্ষা -দীক্ষার কাজে ব্যয় করেছি , দ্বীনের খেদমত করেছি ”। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বলবেন – “তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এগুলো এ কারণে করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে আলিম বলবে ”!

এরপর ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে , তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। হাদিসের এ অংশটুকু হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ রা . শোনানোর পরে বেহুশ হয়ে পড়েন। আবার যখন হুশে ফিরে আসেন তখন পরের অংশ বর্ণনা করেন যে , “তারপর একজন শহীদকে ডাকা হবে এবং আল্লাহ্‌ তা ’য়ালা তাকে বলবেন , “তোমার অবস্থা অর্থাৎ তুমি কেন শহীদ হয়েছিলে ”? তখন সে উত্তরে বলবে , “হে আল্লাহ্‌ ! আপনার দ্বীনকে উঁচু করার জন্য , দ্বীনকে আপনার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে আমি শহীদ হয়েছিলাম ”। আল্লাহ্‌ বলবেন - “তুমি মিথ্যা বলছো , তুমি তো এ কারণে শহীদ হয়েছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে বীর -বাহাদূর বলে ”। অতঃপর তার ব্যাপারেও ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে , তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

হাদিসের এ অংশ বর্ণনা করার পরে হযরতে আবু হুরাইরাহ রা . এত পরিমাণ কান্না করেন যে, তিনি আবারো বেহুশ হয়ে যান। পুনরায় জাগ্রত হলে হাদিসের শেষ অংশ বা তৃতীয় অংশ শোনাতে গিয়েও কাদতে কাদতে বেহুশ হয়ে যান এবং বলেন , “এ তিন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে আবু হুরাইরার অবস্থা কি হবে ”?

## রাসূল প্রীতিঃ হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ !

এমন ছিলো সাহাবাদের জিন্দেগী ! এই ছিলো সাহাবীয়াদের জীবন ! তাদের কুরবানী অনুযায়ী আমাদের কুরবানীর অবস্থা কেমন ? তাদের মহব্বতের তুলনায় আমাদের মুহাব্বত কেমন ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) কে হযরতে সাহাবাগণ যেমন মহব্বত করতেন সে ক্ষেত্রে আমাদের মুহাব্বত কোন পর্যায়ের ? কতটুকু ?

জঙ্গে ওহুদের ময়দানে যেখানে সাহাবায়ে কেরামগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম )কে হেফাজত করছিলেন , তেমনিভাবে মহিলা সাহাবীগণও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর হেফাজতের খেদমতে ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে যে , যেখানেই খালি জায়গা চোখে পড়েছে , যেদিক থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর দিকে আঘাত আসতে পারে সেখানেই তারা ঢাল বা প্রাচীর হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) কে আঘাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। নিজের গায়ে আঘাত লাগার ভয় পাননি। নিজের জীবনের কোন চিন্তা করেননি , তীর ও তলোয়ারের পরওয়া করেননি। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর দিকেই খেয়াল ছিল।

ওহুদের ময়দানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম )কে বাঁচানোর জন্য যারা ঢাল হয়ে জীবন দেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত তালহা রা .। তার শরীরে সত্তরটির অধিক আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) তার জন্য দোয়া করে বলছিলেন -

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

## [illegible]! [illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

[illegible]! [illegible] (سورة الحجرات ٤٩:١١)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[illegible]

[illegible] -

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

[illegible]

[illegible]-

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

[illegible]

[illegible]

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]; [illegible]?

[illegible]!

[illegible] ربی الله [illegible] سبحان ربی الاعلی [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ‘سبحان ربی الاعلی’ [illegible] ‘سبحان ربی’ [illegible] “ربی” [illegible] ‘ربی’ [illegible]? ‘ربی’ [illegible] سبحان ربی الاعلی [illegible] ‘[illegible] [illegible] ربی’ [illegible]

[illegible]!

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

19

## ‘ইসার’ তথা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়াঃ

যেখানেই কোন আসবাবপত্র বা জিনিস সেখানেই ‘ইসার’ চলে আসে। ‘ইসার’ বলা হয় এমন প্রয়োজনকে যাহা একদিকে আমার নিজের প্রয়োজন, অন্যদিকে আমার বোনেরও প্রয়োজন। কোন বিষয়ে আমার আরামের বা প্রশান্তির দরকার, কিন্তু আমার বোনেরও সে প্রশান্তির দরকার। এক্ষেত্রে আল্লাহর ভালোবাসার তাকাজা বা দাবি হলো, ‘ইসার’ এর দাবী হলো নিজের আরাম বা প্রশান্তিকে, নিজের প্রয়োজনকে কুরবানী করে দেওয়া। কেননা আপনি যে হিজরত করেছেন, সেটা নিছক নিজের জন্য করেননি। আমাদের এ জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ্ শুধুমাত্র আমাদের জন্যই নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসা, সকল মানুষকে হেদায়েতের উপর নিয়ে আসা।

অর্থাৎ মুজাহিদ (আল্লাহর সৈনিক) নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, স্বীয় দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে সকল উম্মাহর ফিকির করছে। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ জন্যই মুজাহিদের অধিক পরিমাণ সুযোগ সুবিধার কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আপনার হিজরত শুধুমাত্র আপনার জন্য নয়, বরং পুরা উম্মতের জন্য।

আপনি পুরা উম্মতের জন্য নিজের সবকিছুকে ত্যাগ করেছেন। হিজরত করতে গিয়ে অনেক তিক্ততা আস্বাদন করেছেন! তাহলে আপনার মুহাজির বোনের সাথে দুনিয়াবী বিষয়ে কেন মিলেমিশে থাকবেন না। আপনি মুহাজির বোনের সাথে এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবেন। ছোট কোন বিষয় নিয়ে তার সাথে লড়াই করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এটা ভালো কাজ নয়। এ জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো যে, আমাদের মাঝে ‘ইসার’ তথা অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। সাথে থাকা বা বরাবর থাকা এটা এক একিনী মাসয়ালার বিষয়। কিন্তু যেখানে আখেরাতে সবকিছু পাওয়ার বিষয়ে অবগত হয়েছি, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উম্মাহর উপকার পৌঁছানোই উদ্দেশ্য, নিজের কষ্টের বিনিময়ে উম্মতের আরামের ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে এ মুহাজির বোনতো আপনারই এক বোন- যে আপনার সাথে হিজরত করেছে। এখনতো হক্ব ও দাবী হলো যে, তার সাথে উত্তম আচরন করা। তার সাথে মুহাব্বতের ব্যবহার করা, বোনের সাথে ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করা। এরাই আপনার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক দাবীদার।

আর আল্লাহ্ তা’য়ালা যে বিষয়টি ‘ইসারের’ মাঝে রেখেছেন তা হল- আল্লাহ্ তা’য়ালা এর অনের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা’য়ালা মহব্বতের আলোচনায় সবার উপরে স্থান দিয়েছেন ‘ইসার’ এর ভালোবাসাকে। যার মধ্যে দানশীলতার বৈশিষ্ট্য থাকবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত তাকে মহব্বত করবেন।

সাধারণত যে সকল বিষয় মানুষকে নষ্ট করে দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে মানুষের খবর থাকেনা। মূল বিষয় হলো নফস থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। নফস এর খারাবী থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা। এর থেকে আমাদেরকে উদাসীন না হওয়া চাই। এক মূহুর্তের জন্য অন্তরে এ খেয়াল না করা চাই যে, আমিতো হিজরত করেছি। তাই এখন আর নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে চলতে চলতে ঐ সময় চলে আসবে যে, আমাদের জিন্দেগী দুনিয়াদার মহিলাদের মতো হয়ে যাবে। যেভাবে সে ঘরের সাজ-সজ্জার জন্য সবকিছুকে জমা করে, এগুলোর মহব্বত যেমন তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে– আমাদের অবস্থাও তেমন হয়ে যাবে।

এক তো হলো এমন কিছুকে জমা করা যার প্রয়োজন রয়েছে। নিঃসন্দেহে তা পরিমাণে বেশিও হতে পারে। হযরতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)দেরকে আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: খায়বারের বিজয়ের পরে উম্মাহাতুল মু’মিনীনদের ভাগে অনেক কিছু এসেছিলো, কিন্তু তারা সেগুলোকে কি করেছেন?

## দুনিয়ার মহব্বতের নিশানাঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে বিশেষতঃ উমার (রা.) এর যুগে মুসলিমদের অনেক প্রশস্ততা আসে। কিন্তু সেগুলোর মহব্বত তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। ধনী সাহাবাদের মতো ধনী সাহাবীয়াও ছিলেন, কিন্তু সে

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

## [illegible]? [illegible]

[illegible]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَ صٰحِبَتِهٖ وَ بَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئً مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَ نٌ يُّغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

[illegible] [illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

## [illegible]!

[illegible]

## [illegible]!

[illegible]

## [illegible]!

[illegible]

## [illegible]!

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible])! [illegible] [illegible] [illegible]